দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 16 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অমর একুশের পঞ্চাশ বছর

❑ সুব্রত বড়ুয়া ❑

বর্তমান ২০০২ সালে অমর একুশের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। একুশে কথাটির পুরো অর্থ একুশে ফেব্রুয়ারি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এই একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের ঢাকা শহরে এক মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন বুকের তাজা প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন একুশের শহীদেরা– ভাষা-শহীদেরা– সালাম-জব্বার–রফিক-বরকত। আহতও হয়েছিলেন অনেকে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে ছাত্র জনতার মিছিলে গুলী চালিয়েছিল পুলিশ বাহিনী। গুলী চালানোর আদেশ এসেছিল তৎকালীন মুসলিম লীগ দলীয় সরকারের কাছ থেকে। এই গুলীবর্ষণের ঘটনার পর সারা পূর্ব বাংলার মানুষ জেগে উঠেছিল। তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল ক্ষমতাসীন সরকারকে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ ভাগ করে দুটি রাষ্ট্র গঠন করা হয়। এ দুটি রাষ্ট্র ছিল পাকিস্তান এবং ভারত। আমাদের বাংলাদেশ ছিল তখন পাকিস্তানের একটি অংশ– পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের অপর অংশ পশ্চিম পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল চারটি প্রদেশ নিয়ে–সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই এর শাসন ক্ষমতায় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্য। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ইত্যাদি সবখানেই উচ্চ পদে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীরা। তারা চেয়েছিল উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে অর্থাৎ উর্দু ভাষাতেই সরকারের কাজকর্ম চলবে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পেরেছিল তাদের মাতৃভাষা বাংলা যদি অন্যতম রাষ্টভাষা না হয়, তাহলে জীবনের সব ক্ষেত্রেই তারা পিছিয়ে পড়বে। মাতৃভাষা বাংলার চর্চাও ব্যাহত হবে। সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় বাধা আসবে। এদেশের মানুষের নিজের পরিচয় বলতে আর কিছু থাকবে না।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল সেদিন বাংলাদেশের মানুষ। তারা চেয়েছিল, উর্দুর পাশাপাশি বাংলাভাষার অধিকার ও স্বীকৃতি লাভ করুক এবং পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হোক। এ দাবি ছিল খুবই স্বাভাবিক। যে কোনো ভাষাভাষী মানুষই তার নিজের মাতৃভাষাকে ভালোবাসে। সে ভাষা ব্যবহারেই সে সহজ হতে পারে, স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারে। কিন্তু সেদিন পাকিস্তানী শাসকরা পূর্ব বাংলার মানুষের এই স্বাভাবিক দাবি মানতে রাজি ছিল না। এ দাবিকে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দমন ও নিপীড়নের আশ্রয় নিয়েছিল। তারা ভেবেছিল নিপীড়ন ও নির্যাতনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার দাবিকে অগ্রাহ্য করা যাবে। কিন্তু পূর্ব বাংলার মানুষ সেদিন এই নির্যাতনকে ভয় করেনি। তারা অকুতোভয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল মাতৃভাষার উপর এ আক্রমণের বিরুদ্ধে। প্রথমে ঢাকায় সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এবং ছাত্র সমাজ এগিয়ে এসেছিল রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে। তারপর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে। সর্বস্তরের মানুষ তাতে শরিক হয়। সে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা পূর্ব বাংলায়। ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সভা শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল সাধারণ মানুষ। পুলিশ সেদিন গুলী চালিয়েছিল নিরীহ ছাত্রজনতার ওপর। আর সে গুলী চালনায় নিহত হয়েছিলেন ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা।

B. SC(Hons) in Computing & Information System
DIIT is an affiliated Online Test Centre of VUE, AUSTRALIA
DIIT students are doing job in many reputed companies
The first in Bangladesh for Guildhall University Course
The Largest NCC centre in Bangladesh
Achieved the best result in Bangladesh
DIIT is a member of CompTIA, USA
1200 hour class per year
...sily transferred their credits to USA, CANADA, UK, AUSTRALIA and many others.
No session jam
Final exam held at British Council